বাংলা গানের গুপি গাইন

সুজা সরকার

সিডনীর অন্যতম সমুদ্র সৈকত "ম্যানলী" তে আজ অনেক নামী দামী অস্কার পুরুষ্কারে ভূষীত তারকাদের মিলন মেলা। আর তার মূল কারণ অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত রূপালী পর্দার একাধিক অস্কার প্রাপ্ত নায়িকা নিকোল কিডম্যানের সাথে কান্ট্রি সিংগার কীথ আরবানের বিয়ে । অনুষ্ঠান আড়ম্বড়পূর্ন এবং কড়াকড়ি নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে শৃংখলিত। আজকাল সম্পূর্ন নিরাপদ জায়গায়ও অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করাটাই যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে, সারা পৃধিবীতেই।

এদিকে একই দিনে সাঁঝে সিডনীর আরেক প্রান্তে হার্টসভীলের সিভীক সেন্টারে বেঙ্গলী এসোসিয়েশন অব নিউ সাউথ ওয়েল্স সম্পূর্ন অনাড়ম্বরপূর্ণভাবে একটি গানের জলসার আয়োজন করে। তাই গোধুলী বেলাতেই তোড়জোড় অনুষ্ঠানে যাবার। আমার গাড়ীর ওয়াটার পাম্প লিক করছে, অগত্যা বন্ধুবরকে টেলিফোনে তাগাদা, 'ভাই আমাকে আজ আপনার গাড়ীতে লিফ্ট দিতে হবে।' উনি সানন্দে রাজী হলেন।

গাড়ীতে বসতেই জিজ্ঞাসু নয়নে আমার কাছে জানতে চাইলেন হার্টসভীলের সিভিক সেন্টার চিনি কি না। বল্লাম ষ্ট্রিট ডাইরেক্টরিটা দিন, আমি দেখতে থাকি আপনি চালাতে শুরু করুন। উনি বল্লেন, ঠিক আছে-আপনার কষ্ট করতে হবে না, আমি নেভিগেটরটা লাগিয়ে নিচ্ছি। অত্যাধুনিক নেভিগেটরের নির্ভূল নির্দেশনায় চলতে লাগলাম আমরা।

সিভিক সেন্টারের নিকটবর্তী হতেই নেভিগেটরের নির্দেশনার শব্দ "ফাইভ হানড্রেড মিটার, টার্ন রাইট", গাড়ীর জানালা দিয়ে চোখ গলাতেই দেখলাম পাঞ্জাবী আর শাড়ী পড়া লোকজনের আনাগোনা, তাতেই বুঝে নিলাম আশেপাশেই কোথাও হবে আমাদের সেই গন্তব্যস্থল, যেখানে আজ বাংলাগানের গুপী গাইন গাইবেন। যিনি আজ থেকে সাড়ে তিন দশকের কিছু আগে মাত্র ১৯ বছর বয়সে পৃথবী বিখ্যাত চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায়ের গুপি গাইন বাঘা বাইন এর প্লে ব্যাক করে সমগ্র বাংলাভাষাভাষীর হৃদয় জয় করেছিলেন। সেই বিখ্যাত বাংলা গানের জগতের উজ্জল নক্ষত্র ডাঃ অনুপ ঘোষাল, গান শোনাবেন সিডনী প্রবাসী বাংগালীদের।

শিশু অনুপ ঘোষাল

মাত্র চার বছর বয়সে মা লাবন্য ঘোষালের অনুপ্রেরনায় গানের তালিম শুরু তাঁর। সাড়ে চার বছর বয়সে অল ইন্ডিয়া রেডিও কলকাতার ছোটমনিদের অনুষ্ঠান শিশু মহলে গান পরিবেশন করেন। সেখান থেকেই শুরু,আর থেমে থাকেননি। ছুটে চলেছেন আজ অবদি। আর তাঁর ছুটে চলার সড়াইখানায়, এই ছোট্ট পরিসরে আমাদের তিনি গান শোনবেন আজ। ভাবতে বড় ভালো লাগছিল।

কলকাতা আশুতোশ কলেজ থেকে স্নতক এবং রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ও পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর পি এইচ ডি এর গবেষনার বিষয়বস্তু ছিল "নজরুলগীতির রূপ ও রসনাভূতী"। ছাব্বিশ বছর বয়সেই তিনি ঠুমরী, খেয়াল, ভজন, রাগপ্রধান, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল গীতি,দ্বীজেন্দ্র গীত, রজনীকান্তের গান, আধুনিক বাংলা গান এবং ফোক সংগীতে পান্ডিত উপাধিতে ভূষিত হন।

১৯৬৬-৬৭ সালে ক্লাসিকাল মিউজিক এ নিখিল ভারতীয় সংগীত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক জয় করেন। সত্যজিৎ রায়ের অত্যন্ত পছন্দের শিল্পী ডঃ অনুপ ঘোষাল হীরক রাজার দেশে এর গান গেয়ে ১৯৮১ সালে ভারতীয় জাতীয় পুরষ্কার লাভ করেন। এছাড়া অনেক হিন্দী ও অহমীয়া ছবিতেও সমান দক্ষতার সাথে তিনি কণ্ঠ দিয়েছেন। ভারতীয় মিউজিকের কতৃত্বপূর্ন বই 'গানের ভূবনে' তাঁর সৃষ্টিশীল কর্মকান্ডের অন্যতম। গানপ্রেমীদের আমন্ত্রনে ইউ কে, কানাডা, ইউ এস এ, জার্মানী সহ পৃথিবীর বহু দেশ তিনি বহুবার ভ্রমন করেছিলেন। তবে অষ্ট্রেলিয়াতে তিনি এই প্রথমবারের মতো এসেছেন, তাঁকে নিমন্ত্রন করেছেন প্রবাসী বাঙ্গালী সংগঠন 'বেঙ্গলী এসোসিয়েশন অব নিউ সাউথ ওয়েলস।'

অনুপ ঘোষালকে দেখবো, তার গান শুনবো, অস্থির চিত্তে তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে হলের দিকে জোর কদম চালালাম। চোখে পড়ল অনুপ ঘোষালের বিশাল দুটো ছবি সিভিক সেন্টারের দেয়ালে সাঁটানো। কল্পনা করলাম এই জীবনে, এইক্ষন কি আর ফিরে পাব? এই আকাশ ছোঁয়া খ্যাতিমান শিল্পীকে দু'নয়নে দেখবো, কথা হবে। মনে মনে শিহরীত হলাম, গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে বেঙ্গলী এসোসিয়েশন অব নিউ সাউথ ওয়েল্স এর সকল কর্মকর্তা ও সদস্যদের ধন্যবাদ জানালাম।

এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী নরেন্দ্র সাহা

অডিটরিয়ামে ঢুকতেই শোরগোল কানে এলো, বোধকরি টিকিট কাটা নিয়ে কিছু একটা ঝামেলা হলো। কর্নফুলীর সম্পাদকের সহায়তায় হলে ঢুকতে কোন অসুবিধা হলো না। একেবারে সাদামাটা, কোন ইলেকট্রনিক পর্দায় ডিসপ্লের ব্যাবস্থা নেই। বেশ কয়েকটা বড় বড় ফুলের টব দিয়ে হৃদয়ের মাধুরী মিশিয়ে দেয়ার কায়দা করেই সাজান হয়েছে মঞ্চটি। পর্দা উঠতেই ড: অনুপ ঘোষালকে স্বচোখে দেখে হোঁচট খেলাম। তিন দশক ধরে কল্পনায় মানসপটে আঁকা ছবির সাথে যেন আমি মেলাতে পারছিলাম না। সত্তুর দশকের সুদর্শন যুবক অনুপ আর এখনকার মধ্যবয়সী অনুপের সাথে আমার কল্পনা ও বাস্তবতা যেন মিলছিলনা। প্রাকৃতিক নিয়মকে এই মহান শিল্পীও এড়াতে পারেননি, বয়সের সামান্য ছাপ পড়েছে তার দেহে। তার চীরতরুন ও দরাজ কণ্ঠের সাথে কোনভাবে আমি তার বর্তমান বয়সকে মানতে পারছিলামনা। কিন্তু যখন গান শুরু করলেন, চোখ বুজে মনে হলো সেই অনুপ গাইছেন যাকে আমি ১৯৮০ সন থেকে শুনে আসছি। তার গানের সুরে সুরে এই সুদুর প্রবাসেও আমি সে সাঁঝে ফিরে গেলাম আড়াই দশক আগে, আমার সোনালী যৌবনে, আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের রঙিন দিনগুলোতে। 'আমার এ ভালোবাসা, জানিগো তোমার ক্ষনিকের ভালো লাগা ভুল - - -', সেই সুর, সেই কৃষ্ণচুড়া গাছ, সেই মাধবি কোথায় আজ। জানিনা ও কোথায় আছে, কে যেন সেবার বলেছিল, 'ও ভালো আছে, তবে যৌবনের ভুলটি সে আজো মনের মাধুরী দিয়ে মাঝে মাঝে স্মরন করে।'

শুধু একজন তবলচি আর নিজ হাতে হারমোনিয়ম বাজিয়ে শত-শত দর্শকভর্তি এরূপ একটি অনুষ্ঠান চালানো যায় আমি এই প্রথম জানলাম এবং দেখলাম, মুগ্ধ হলাম। ভজন কীর্তন দিয়ে তিনি অনুষ্ঠান শুরু করলেন। সবাইকে নমষ্কার জানিয়ে বল্লেন, "আমার প্রানের প্রীতি ও শুভেচ্ছা, আমার প্রানের ভালবাসা-আপনাদের সবার উষ্ণ সান্নিধ্যে" তারপর আবারও প্রণাম

জানালেন হলভর্তি সবাইকে। বাংলা ভাষার কালজয়ী আত্মা মহান কবি রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে শুরু করলেন 'ভারত মাতা ভারত ..'

পরের গানের মুখবন্ধে জানালেন ছোটবেলার গল্পে শোনা আর এই স্বপ্নে দেখা দেশে এসে, প্রথম মাটি স্পর্শ করে নিজেই একটি গান লিখেছেন এবং সুরও করেছেন তিনি-

ছোট্ট বেলার গল্পে শোনা স্বপ্নে দেখার এই দেশ
অস্ট্রিচ আর ক্যাঙরুর এই বিচিত্র দেশ - - - -

করতালিতে আমরা সবাই হারিয়ে গেলাম আর এরই ফাকে ফ্লাস্ক থেকে কাপে গরম চা ঢেলে গরম গরম চুমুক দিলেন। হলের বাইরে তখন তাপমাত্রা প্রায় পাঁচ ডিগ্রির মত, সিডনীতে এখন কন কনে শীত। পর পর আরও দুটি রবিন্দ্র সংগীত আনন্দেরই সাগর হতে এসেছে আজ বান.....এবং ছোটদের জন্য

হারে রে রে আমায় ছেড়ে দেরে রে.....

ঢোলের বারিতে হৃদয়ে নাচন তোলে। এর পর হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া অনুষ্ঠানের শেষ রবীন্দ্র সংগীত

আকাশভরা সূর্য তারা.....

শুরু হলো নজরুল গীতির, অঞ্জলী লহ মোর.....

এরপর ভুমিকায় বললেন, কাজী নজরুল ইসলাম মিলিটারি ব্যারাকে বসে পশ্চিমি ছন্দে ও সুরে ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য ১৯২৬ সালে সকলের অনুরোধে মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে লিখে দিয়েছিলেন যে গান এবং গানটি শিল্পি এমনভাবে গাইলেন,আমার শতভাগ বিশ্বাস নজরুল বেঁচে থাকলে আজকের এই সন্ধায় অনুপকে জড়িয়ে ধরতেন, বুকে আলিঙ্গন করতে।

আমরা ছাত্র আমরা বল
আমরা ছাত্রদল.....

এবার শুধু হাতে তালি নয় সাথে যুক্ত হলো ভারি কাঠের মেঝে পায়ের তালও, মনে হলো হলের সবাই যেন সম্মিলিতভাবে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়বে বাংলার দূর্নিতিবাজদের সমূলে উৎখাত করতে, যেন কোন বাংলাই দুর্ণিতিতে শ্রেষ্ঠ না হয় আর কোন কালে, এই সভ্য পৃথিবীতে। এরপর অনুরোধের একটি গান গাইলেন, গঙ্গা সিন্ধু.....

তারপর আরেকটি নজরুল গীতি

বুলবুলি নীরব নার্গিস বনে

ঝরা বন গোলাপ, বিলাপ শুনে.....

আমার প্রিয় গান বলে যে গানটি গাইলেন সেটি দীজেন্দ্র লাল রায়ের

ঐ মহা সিন্ধুর পার থেকে ভেসে আসে.....

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা স্বরন করে বরিশালের মুকুন্দ দাশ এর গান

ভয় কি মরনে.....

হিমাংশু দত্তের গানের পর পরই বিরতির ঘোষনা এলো। গানটি ছিল,

তোমারই পথ পানে চাহি
আমারই পাথী গান গাই..

এছাড়াও আরও কয়েকাট গান এবং অতুল প্রসাদেও ঠুংরি, ২২ বছর আগের রেকর্ড করা দার্শনিক বাউল এর সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই, কেমন কইরে পাব আল্লাহ্ পাব তোমারে.....

সংগঠনের পক্ষ থেকে কিছু উপহার সামগ্রী প্রদান করলেন সভাপতি শ্রি নরেন্দ্র সাহা চৌধুরী, প্রতুত্তরে শিল্পি অত্যন্ত্ম বিনয়ের সাথে বল্লেন "যতদিন বাঁচব ততদিন মনে রাখব, প্রশান্ত্ম মহাসাগরের পাড়ের এই দেশে বাংলা গানের প্রতি ভালবাসা"।

নিজের দুই মেয়ে অনুপমা আর দেবযানীর কথা আগ্রহভরে শোনালেন। গাইলেনও

বামগুরুরের ছানা হাসতে তাদেও মানা
হাসির কথা বললে বলে হাসবা আর না না..

জানিয়ে দিলেন বিরতির পর আর ধর্যচ্যুতি ঘটাবেন না কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল সারা রাত ধরে যদি এই জলসা চলত, পরক্ষনেই মনে হলো কাল সকালে কাজে যেতে হবে।

রিরতির সুবাদে সাথিকে নিয়ে পাশেই একটি ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে এক চিলতে তান্দুরী রুটি মুখে পুরে চটজলদি হলে ফিরে আসি। হলে ঢুকেই দেখি শিল্পী মঞ্চে উপবিষ্ঠ, ভাগ্যিস কিছুই মিস করিনি। বিরতির পর প্রথম গান

এনেছি আমার শত জনমের প্রেম, আখি জলে গাঁথা মালা.....

অনুরোধের গান গাইলেন তপন সিংহের, সাখিনা মাহত্য ছবির গান

ছোটিছি পাঞ্চি .....তারপর মাসুম ছবির গান

তুচ্ছে নারাজ নেহি জিন্দেগি
তেরে মাসুম সাওয়ালসেহ্ ম্যায়.....

শেষের গান-

আহা কি আনন্দ আকাসে বাতাসে..

সব শেষে,

অহম শান্তি অহম শান্তি
বিছমিল্লাহ্ হিররামানের রাহীম ম ম.....

অনুষ্ঠান শেষে মঞ্চে ডঃ অনুপ ঘোষালের সাথে প্রতিবেদক

হে বাংলা গানের গুপি গাইন তোমাকে জানাই প্রণাম, জানাই ছালাম। রাতের আধাঁর ভেদ করে সড়কের নিওন বাতির আলোতে যখন হল থেকে বেরিয়ে এলাম তখন ঘাসের উপর শিশির বিন্দু জমতে শুরু করেছে। মুক্তদানার মত শিশির কনায় আগামীকালের সকালে সূর্য হাসবে কিন্তু আমাদের আগামী প্রজন্মরা কি এভাবে বাংলাকে প্রবাসে ভালোবেসে আঁকড়ে রাখতে পারবে? ওরা কি ধরে রাখতে পারবে আমাদের কৃষ্টি, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিকে? আমরাই বা কতটুকু পারছি?

আরেকটি অতুলনিয় সন্ধ্যা হারিয়ে গেল শুধু রেখে গেল স্মৃতিতে বিবর হয়ে আসা দেশের মাটি, দেশের মানুষ আর আমার মা।

সুজা সরকার, সিডনী, ২৯ জুন ২০০৬